সংবাদ

তারিখ 20 SEP 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৭

রাবিতে শিল্পী ও খেলোয়াড় কোটায় ভর্তি বন্ধ

● পরীক্ষা শুরু ১২ নভেম্বর

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, রাজশাহী

আগামী ১২ নভেম্বর থেকেই শুরু হচ্ছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষ (সম্মান) ভর্তি পরীক্ষা। গতকাল বুধবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত ভর্তি কমিটির সভায় এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সভায় এ বছর শিল্পী ও খেলোয়াড় কোটায় কোন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে না বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ফরম জমা নেয়া শুরু হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে ফরম সংগ্রহ করে আগামী ৮ অক্টোবরের মধ্যে তা সংশ্লিষ্ট বিভাগে জমা দিতে হবে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. এম আলতাফ হোসেনের সভাপতিত্বে ভর্তি কমিটির সভায় এ বছর ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ন্যূনতম জিপিএ বাড়ানো হয়েছে। এ বছর ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে বিজ্ঞান বিভাগের জন্য ৭.৫ এবং কলা ও বাণিজ্য বিভাগের জন্য ৬.৫ পয়েন্ট নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ছাড়া মুক্তিযোদ্ধা কোটায় ৫

পরীক্ষা : পৃঃ ২ কঃ ১

পরীক্ষা : শুরু

(১২ পৃষ্ঠার পর)

শতাংশ, পোষ্য কোটায় ৫ শতাংশ, শারীরিক প্রতিবন্ধী কোটায় ৭ জন ও আদিবাসী কোটায় ২০ জনকে ভর্তি করানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। শিল্পী কোটা ও খেলোয়াড় কোটায় কেউ ভর্তি হতে পারবে না।

ভর্তি পরীক্ষা কমিটি সূত্রে জানা গেছে, শিক্ষার্থীদের এসএসসি ও এইচএসসিতে বিজ্ঞান বিভাগের জন্য ন্যূনতম জিপিএ ৩.৫ এবং কলা ও বাণিজ্যের শিক্ষার্থীদের জন্য ন্যূনতম জিপিএ ৩.০০ থাকতে হবে।

এ বছর এইচএসসি পরীক্ষার ভাল ফলাফলের কারণেই ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়ার জন্য জিপিএ বাড়ানো হয়েছে বলে কমিটি সূত্রে জানা গেছে। তবে ভর্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত গৃহীত যে কোন সিদ্ধান্ত পরে সংশোধিত বা সংযোজিত করা হতে পারে বলে জানায় সূত্রটি।

গতবারের মতো এবারও ভর্তি পরীক্ষা বিভাগভিত্তিক হবে। ভর্তি পরীক্ষার ফরম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ওয়েবসাইট www.ru.ac.bd থেকে ডাউনলোড করে জমা দেয়া যাবে। তবে ভর্তি ফরম জমার সময় সংশ্লিষ্ট প্রতিটি বিভাগে ফিস হিসেবে ১০০ টাকা করে জমা দিতে হবে। ভর্তি পরীক্ষার প্রাথমিক আবেদনপত্র সংগ্রহ করার আগে সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে বিভাগের আরোপিত শর্ত (যদি থাকে) অবশ্যই প্রার্থীদের নিজ দায়িত্বে জেনে নিতে বলা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা কোটায় ভর্তিচ্ছু প্রার্থীদের তাদের বাবা-মা'র মুক্তিযুদ্ধ সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি এবং আদিবাসী-উপজাতি কোটায় ভর্তিচ্ছু প্রার্থীদের তাদের জাতিভিত্তিক প্রত্যয়নপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি ভর্তির প্রাথমিক আবেদনপত্রের সঙ্গে জমা দিতে হবে বলে কমিটি সূত্রে জানা গেছে।